BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 13(19), 2017: 91-95
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

Conference Report

ভারতের ব্যাঙ্গালোরের NIUM- এ ইউনানী মেডিসিন-এর উপরে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স

আবু খলদুন আল-মাহমুদ*

গত ২৫-২৭ অক্টোবর ২০১৬ ব্যাঙ্গালোর অবস্থিত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ইনষ্টিটিউট National Institute of Unani Medicine (NIUM)-এর উদ্যোগে International Conference on Unani Medicine অনুষ্ঠিত হলো। সম্মেলনের আয়োজক ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের AYUSH বিভাগ আমাকে পুরো সম্মেলনের একজন International Adviser হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ২৪ অক্টোবর সকালে ঢাকা থেকে রিজেন্ট এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে কলকাতা নেতাজী সুভাষ বিমানবন্দর এ কিছু সময় যাত্রা বিরতির পর বিকেলে স্পাইস জেট-এর ফ্লাইটে ব্যাঙ্গালোর। পরিপাটি এবং সুসজ্জিত ব্যাঙ্গালোর বিমানবন্দরে আমাকে রিসিভ করতে এলেন NIUM-এর ইলমুল আদাবিয়া (ফার্মাকালোজি) বিভাগের সিনিয়র লেকচারার ডা. মুযাফফর ভাট।

পরের দিন সকাল ৯টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তার নিকটজনের শেষকৃত্যে যোগ দেয়ায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বিকেলে পিছিয়ে প্রফেসর সৈয়দ জিল্লুর রহমানের Plenary Lecture-এর মাধ্যমে যথাসময়ে সম্মেলন শুরু হলো। প্রসেফর জিল্লুর রহমান ইউনানী মেডিসিন-এর ইতিহাস বলতে গিয়ে যেন মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকেই শুরু করলেন। তিনি বললেন, সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন মেসোপটেমিয়া এবং ফেরাউনী সভ্যতার যুগেও উন্নত হার্বাল চিকিৎসা চালু ছিল। প্রাচীন গ্রীস হিপোক্রেটস গ্যালেন-এর সময়ও প্রাচীন ভারতে এবং চীনে আয়ুর্বেদ ও চৈনিক মেডিসিন চর্চা চলছিল। রসুল সা.-এর মাধ্যমে আরবে যে সভ্যতার রেনেসাঁ সাধিত হয় তার ধারাবাহিকতায় মুসলমানরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েন এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন। আরব মুসলিম বিজ্ঞানীরা রসুল সা. কর্তৃক চর্চিত তিবব নববী-এর সাথে সেই যুগে প্রাপ্ত মিসর, ব্যাবিলন, গ্রীস, চীন, ভারত থেকে গৃহীত মেডিসিন-এর জ্ঞানকে সমন্বিত করেন এবং নিয়মিত গবেষণা ও আবিস্কারের মাধ্যমে সর্বাধুনিক এবং সমন্বিত ইউনানী মেডিসিন চর্চা প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই ইউনানী মেডিসিনই চিকিৎসা পেশার একমাত্র ধারা যাতে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত সব জাতি ও সভ্যতার জ্ঞানের সমন্বয় রয়েছে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে বিশ্বব্যাপী পরাশক্তি কর্তৃক কালোনিয়ালিজাম প্রতিষ্ঠার কারণে মেডিসিন চর্চা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে চিকিৎসা পেশায় মূলধারা হিসেবে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে ইউনানী, আয়ুর্বেদ চর্চা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। এমন দুঃসময়ে হেকিম আব্দুল মজিদ, হামিদ, সাইদ প্রমুখের দক্ষ ও মেধাবী চর্চায় ইউনানী মেডিসিন তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পায়। এসবই ছিল বিশ শতকের

* ড আবু খলদুন আল-মাহমুদ, প্রফেসর, প্রাণ রসায়ন বিভাগ, ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা। ই-মেইলঃ *kholdun@hotmail.com*

আশির দশক পর্যন্ত অগ্রগতি। জিল্লুর রহমান সাহেব মনে করেন এতটুকুই যথেষ্ট নয় ইউনানী মেডিসিনকে চিকিৎসা পেশার মূলধারা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

প্রসেফর জিল্লুর রহমান শুধু জ্ঞানীই নন, শ্রোতাদের মনমুগ্ধ করে রাখার মত বক্তা। তার ত্রিশ মিনিট বক্তৃতার পুরো সময় হল রুম জুড়ে পীন পতন নীরবতা লক্ষণীয়। তাকে কমপ্লিমেন্ট করে বক্তব্য রাখলেন ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আয়ুর্বিদ উপদেষ্টা প্রফেসর ডি. সি. কার্টোচ। তার ভাষায় “Ayurveda Medicine is only an ancient Indian Medicine. Chinese Medicine is only an ancient herbal practice of China but Uhani Medicine is the successful combination of all ancient medicine and the forernner of modern medicine” তিনদিনের সম্মেলনে ৯টি Plennany শেসনে পঁচিশজন বক্তা আলোচনা রাখেন। চা-বিরতির পর দুটো পৃথক হল রুমে Plennany Scientific Session চলল।

লাঞ্চের পর উদ্বোধনী অধিবেশন। যেহেতু NIUM ভারতের একটি জাতীয় ইনষ্টিটিউট, সেহেতু এখানকার আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্গালোর কেন্দ্রীয় সরকারের সকল ইনষ্টিটিউট যথা: NIMENS, IIS এবং IIT-এর পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত থাকলেন। কর্নাটক সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট সচিবও উপস্থিত ছিলেন। NIMENS-এর পরিচালক বিশিষ্ট মনোচিকিৎসক প্রফেসর গঙ্গাধর গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করলেন, বললেন সম্মেলনের যে Theme- Unani Medicine in the Age of Evidence Based Medicine এটি যেন একটি Defensive Attitude; দৃঢ়তার সাথে তিনি বললেন ইউনানী মেডিসিন-এর এভিডেন্স গত এক দেড় হাজার বছরের চর্চায় প্রতিষ্ঠিত। কাজেই আজ পশ্চিমা শক্তির কাছে ইউনানী বা আয়ুর্বেদ-এর মত হাজার হাজার বছরের পরীক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতির ‘চারিত্রিক সনদ’ আনার প্রয়োজন নেই; তবে প্রফেসর গঙ্গাধর সনাতন এই পদ্ধতির চিকিৎসকদের আত্মতৃপ্তিতে না ভুগে বেশি করে আন্তর্জাতিক প্রকাশনা করতে বললেন। তার মতে এভিডেন্স প্রয়োজন না হলেও পরিচিতি এবং দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই পাশ্চাত্যের পরিচিত বৈজ্ঞানিক গণমাধ্যম SCOPUS, PubMed-এর মতো স্বীকৃত জার্নালে ইউনানী মেডিসিন নিয়ে ব্যাপক প্রকাশনা প্রয়োজন।

প্রফেসর গঙ্গাধর-এর পর বক্তব্য রাখলেন পদ্মশ্রী হাকিম সৈয়দ খিলাফত উল্লাহ। সৌম্য কান্তি এই মানুষটি তার অসাধারণ বাগপটুতায় মন্ত্রীসহ সকল অতিথি শ্রোতাকে মুগ্ধ করলেন। তিনি ইউনানী মেডিসিনের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে, যেহেতু এই ইনস্টিটিটিউট থেকে *পিএইচ.ডি.* গবেষণাসহ সকল উচ্চতর ডিগ্রি প্রদান করা হয় সেহেতু এটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা প্রয়োজন। সৈয়দ খিলাফত উল্লাহ এটিও জানালেন যে মন্ত্রী মহোদয় আজই NIUM-কে একটি Deemed University-তে উপনীত করার ঘোষণা দিয়ে ইতিহাসে স্মরণীয় হতে পারেন।

এরপর বক্তব্য রাখলেন পদ্মশ্রী প্রফেসর সৈয়দ জিল্লুর রহমান। তিনি হাকিম সৈয়দ খিলাফত উল্লাহ’র যুক্তিগুলো আরও দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরে বললেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রত্যেকটি রাজ্যে অন্তত একটি করে ইউনানী মেডিকেল কলেজ থাকতে হবে তা সত্ত্বেও এখনও ভারতের ছয়টি রাজ্যে কোনো ইউনানী মেডিসিন কলেজ নেই। এ বিষয়েও তিনি মন্ত্রীর সহযোগিতা চান। আরও বক্তব্য রাখলেন কর্নাটক রাজ্য সরকারের ক্যাবিনট সচিব ড. শৈলিনি রজনীশ (আইএএস)।

এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মি. শ্রীপাদ নায়েক-এর বক্তব্যের পালা। NIUM-এর জনপ্রিয়তা এবং এর পোষ্ট গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের সাফল্যের প্রশংসা করে তিনি এটিকে Deemed University-তে উন্নীত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার ঘোষণা দিলেন। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক সিদ্দিকী খুব সংক্ষিপ্তভাবে এ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় প্রবীনদের ভূমিকার প্রশংসা করলেন। বেশ সফল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হতে দিন শেষ হয়ে গেল।

২৬শে অক্টোবর সকালে কনফারেন্স শুরু হল Plenary Session দিয়ে; শুরুতেই আমার আলোচনা। আমার বিষয় ছিল Problems and Prospects of Unani Medicine in 21st Century: Experience from Research on Sharbat Misali. আমার আলোচনার শুরুতেই বললাম: প্রাচীন মিসরীয় প্যাপিরাসে অন্তত: ৮০০টি মেডিসিনাল হার্ব-এর উল্লেখ থেকে সভ্যতার আদি থেকেই চিকিৎসায় হার্ব-এর ব্যবহারের বিষয়টি জানা যায়। আরব মুসলিম রেনেসাঁর ফলশ্রুতিতে মুসলিম বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সব উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে সমন্বিত করে ইউনানী মেডিসিনকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যান। বিশ শতকে ইউরোপীয় মেডিসিন-এর অগ্রযাত্রার মাঝেও ইউনানী মেডিসিন চর্চাকে সচল রাখতে হাকিম আবদুল হামিদ, আব্দুল মজিদ, হাকিম সাইদ প্রমুখ দক্ষ ভূমিকা রাখেন। তাদের প্রতিষ্ঠিত হামদর্দ ল্যাবরেটরির ব্যবসায়িক সাফল্য ইউনানী মেডিসিন চর্চাকে সফলভাবে এগিয়ে নেয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ইউনানী ফার্মাসিউটিক্যালগুলোর শত শত প্রোডাক্ট বাজারে চালু আছে। ইতোমধ্যে অনেক এলোপ্যাথ ডাক্তার ইউনানী মেডিসিন প্রেসক্রাইব করছেন। ইউনানী ওষুধের নির্মাতারা আশা করেন যে, তাদের বাজার আরও প্রশস্ত হবে। মুশকিল হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসকরা এভিডেন্স ছাড়া ওষুধ লিখেন না। এছাড়াও যেকোনো ওষুধ প্রেসক্রাইব করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে এটি লিভার, কিডনী ইত্যাদি অর্গানের জন্য ক্ষতিকর নয়। চিকিৎসকের এটি নৈতিক দায়িত্বও বটে। এই ভাবনাটি মাথায় রেখে বহুল প্রচলিত ইউনানী হেমাটিনিক শরবত মিসালি-এর কার্যকারিতা এবং কিডনী ও লিভারের উপর এর প্রভাব দেখতে আমরা একটি গবেষণা চালাই। আমার আলোচনার শেষ পর্বে আমি ‘শরবত মিসালি’ নিয়ে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করলাম। আমরা দেখেছি যে ‘শরবত মিসালি’ সত্যিই এনিমিয়ায় হিমোগ্লোবিন বাড়াতে সাহায্য করে; পাশাপাশি এটি কিডনী ও লিভারের জন্যও ক্ষতিকর নয়। এই এতটুকু তথ্য ‘শরবত মিসালির’ বাজার বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। একুশ শতকে ইউনানী মেডিসিনকে এভাবেই আধুনিক ডাক্তারদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। এটি ছিল আমার উপসংহার।

আমার আলোচনার পর আমাকে কমপ্লিমেন্ট করে বক্তব্য রাখলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল রিসার্স কাউন্সিল-এর ইউনানী বিভাগ-এর সাবেক ডি. জি. প্রফেসর শাকির জামিল। এই সেশনে আরও দুটো Plenarry Speech হলো। এরপর দুটো হলরুমে Parallel Sciertific Session এবং অডিটরিয়াম লবিতে পোষ্টার প্রদর্শনী চলল।

বিকেলের Plenary Session-এ বক্তব্য রাখলেন ভারত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ইউনানী উপদেষ্টা ডা. গাযালা। তিনি ইউনানী মেডিসিনকে বর্তমান সময়ে মানুষের প্রয়োজন পূরণে কীভাবে উপস্থাপন করা যায় সে বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন। তিনি এখন মানুষের ব্যস্ততা বাড়ায় চলার পথে কর্মস্থলে বহনের উপযোগী করে ওষুধ প্রস্তুত কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে গবেষণা বাড়াতে বললেন।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাকোলজি (ইলমুল আদাবিয়া) বিভাগের প্রফেসর আমিন তার Plenary আলোচনায় বলেন, বিগত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে পশ্চাত্যেও প্রচারণায় টার্গেট হয় বেশ কিছু ইউনানী প্রোডাক্ট। তাদের মিডিয়ার চাপে হাজার বছরের পরীক্ষিত বেশ কিছু প্রোডাক্ট মার্কেট থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করা হয়। অল্প কিছু গবেষণা করেই বলা হয়েছিল উক্ত প্রোডক্টগুলো সংশ্লিষ্ট Ailment-এর প্রতিকারে কোনো ভূমিকা রাখে না। এছাড়াও সেগুলোর ব্যবহারের সম্ভাব্য ক্ষতির কথাও বলা হয়েছিল। এসব আক্রমণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ইবনে হাইসাম-এর সময় থেকে ব্যবহৃত বেশ কিছু অফথালমথজিকেল প্রোডাক্ট অথচ গত এক দশক থেকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, করাচী বিশ্ববিদ্যালয় এবং হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি ল্যাবরেটরির গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে আগের গবেষণাগুলো অসম্পূর্ণ এবং একপেশে ছিল। মুশকিল হলো ইতোমধ্যে সেইসব প্রোডাক্টগুলো প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয় চোখের চিকিৎসায় ইউনানী মেডিসিন-এর প্রয়োগও সীমিত হয়ে পড়েছে। তিনি যুক্তি দিয়ে বললেন, ঠিক যে প্রটোকল অনুসারে এলোপ্যাথ ওষুধের ক্লিনিকেল ট্রায়াল হয় একই প্রটোকল ইউনানী ওষুধের জন্য প্রযুক্ত হবে না। যেমন: তিনি দেখালেন এইডস এর চিকিৎসার একটি এলোপ্যাথ প্রোডাক্টের সাপেক্ষে ইউনানী প্রোডাক্টর তুলনামূলক প্রভাব দেখতে CD4 এর সংখ্যা বৃদ্ধিকে প্যারামিটার ধরা হয়েছিল; পরীক্ষায় দেখা গেল ইউনানী প্রোডাক্টের চেয়ে এলোপ্যাথ প্রোডাক্ট CD4 কাউন্ট বাড়াতে বেশি কার্যকর; পরবর্তীতে CD4 কাউন্ট এর বদলে এইডস রোগীর বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ যোগ্যতাকে প্যারামিটার হিসাবে ব্যবহার করে দেখা গেল ইউনানী মেডিসিন ব্যবহারকারী এইডস আক্রান্তদের ইনফেকশন হবার প্রবণতা এলোপ্যাথি ওষুধ ব্যবহারকারীদের চাইতে কম। দেখা যাচ্ছে, প্যারামিটার পরিবর্তন করে একই গবেষণায় ভিন্ন ফল পাওয়া গেল। রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস-এর চিকিৎসায় ইউনানী একটি প্রোডাক্ট- সুরাঞ্জান-এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়। পুরো পরীক্ষাটিই ইউনানী চিকিৎসকদের মতামত না নিয়েই করা হয়। এতে দেখা যায় যে, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস-এর চিকিৎসায় সুরাঞ্জান খুব কার্যকর নয়; অথচ ইউনানী মেডিসিনে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ইউনানী প্রোডাক্ট এর নাম ‘সাউদ’ সেটির উপর ক্লিনিকেল ট্রায়াল প্রমাণিত হলো যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস-এর চিকিৎসায় তা অত্যন্ত কার্যকর। কাজেই ইউনানী মেডিসিন-এর ক্লিনিকেল ট্রায়াল-এর জন্য উপযুক্ত প্রটোকল অনুসরণ করেই করতে হবে।

২৬ অক্টোবর ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের আয়ুর্বেদ উপদেষ্টা প্রফেসর ডি. সি. কার্টোচ একটি Plenary আলোচনা রাখলেন। তার আলোচনায় সহায়ক হিসেবে আরেকজন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে এলেন যিনি দীর্ঘকাল পাশ্চাত্যের রিসার্স ভিত্তিক ফার্মাসিউটিকেল কোম্পানীতে প্রোডাকশন বিভাগে কাজ করে অতঃপর ডাবর ইন্ডিয়া লিমিটেড এ যোগ দেন। তার পরিচালনায় ডাবর-এর হার্বাল প্রোডাক্টগুলো দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণীয়ভাবে ক্রেতাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। এতে ডাবর-এর বিক্রয় অনেক বেড়ে যায়। পাশ্চাত্যের ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে কীভাবে পণ্য উপস্থাপন করতে হয়, এই কৌশলটি তার বেশ আয়ত্তে আছে। প্রফেসর ডি. সি. কার্টোচ ইউনানী প্রোডাক্টগুলোকেও বিভিন্ন রুচির মানুষের চাহিদা মত আকর্ষণীয় প্যাকেজিং এ প্রয়োজনীয় ফর্মূলেশনে পেশ করার আহবান জানান। তিনি মানব চিকিৎসার অন্য যেকোনো মাধ্যমের চাইতে ইউনানী মেডিসিনের অনুপম সৌন্দর্যকে দক্ষতার সাথে তুলে ধরে বললেন যে, এটিই প্রকৃত হলিষ্টিক মেডিসিন।

এখানে রয়েছে ‘উসুল ইলাজ’ (Principles of Disease Management). ‘তাদিলি আখলাত’ (Balancing of Humors), ‘ইজালে সাবাব’ (Removal of Causative Factors), ‘তাদিলি আজ’ (Normalization of Organs and Tissues), এই সব কিছুই করা হয় খোদা প্রদত্ত মানব শরীরের Innate Immunity-কে কাজে লাগিয়ে যাকে বলা হয় ‘কুয়াত-ই- মুদাব্বিয়া-ই-বাদান’ (Inherent Power of Human Body to Maintain Health)। ২৬ শে অক্টোবর রাত পর্যন্ত অনেক বৈজ্ঞানিক আলোচনা শেষে হোটেলে ফিরলাম।

২৭ তারিখ সকালে Plennary বক্তব্য রাখলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রফেসর রশিদ ভিকা। তার আলোচনার শিরোনাম ছিল Treatment of Humoral Imbalances at a Cellular/ Subcellular Level। তিনি ইউনানী মেডিসিন-এর সাথে চিকিৎসার অন্য মাধ্যমগুলোর পার্থক্য তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, পরিবর্তনশীল পরিবেশে স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য শরীর নিজেই তার হিউমার-এর গঠনে পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেকে রক্ষা করে। ইম্যুনগ্লোবিউলিন তৈরিও এই একই প্রক্রিয়ার অংশ। মানুষের লাইফস্টাইল পরিবর্তনের কারণে যখনই এই হিউমারগুলোর গঠন পুনর্গঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই মানুষ রোগাক্রান্ত হয়। কাজেই ইউনানী মেডিসিন মতে সুস্বাস্থ্যতার মূল শর্ত পরিমিত লাইফস্টাইল মেনে চলা।

আরও Plenary আলোচনা রাখলেন শ্রীলংকার ইউনিভার্সিটি অব কলম্বোর ইনষ্টিটিউট অব ইনডিজিনাস মেডিসিন-এর ড. হাসান মোহাম্মদ মাওজুদ এবং আবু ধাবীর শেখ জায়েদ কমপ্লেক্স ফর হারবাল রিসার্স এন্ড ট্রাডিশনাল মেডিসিন-এর ড. মোহাম্মদ কামিল। ড. হাসান মাওজুদ-এর বক্তব্যের শিরোনাম Revisiting Underutilized Traditional Foods for Healthy Nation। ড. কামিল-এর শিরোনাম Traditional Medicine with Special Reference to the Unani Medicine।

এক ফাঁকে NIUM-এর ডিরেক্টর প্রফেসর সিদ্দিকী আমাকে জানালেন সম্মেলনে বিভিন্ন সেশনের বত্রিশ জন Plenary বক্তার মধ্যে আমি সহ তিনজন বিশেষ সম্মাননার জন্য মনোনীত হয়েছি। আমি ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার প্রফেসর রশীদ এবং শ্রীলংকার ড. হাসান মওজুদ এই সম্মাননা পাচ্ছেন। এটি নিঃসন্দেহে আমার তথা বাংলাদেশের জন্য বড় অর্জন।

লাঞ্চের পর আর একটি Plenary সেশন হয়ে সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন হলো। এই অধিবেশনে আমাকে বিশেষ সম্মাননার চাদর পড়িয়ে দিলেন প্রফেসর ডি. সি. কার্টোচ এবং পদ্মশ্রী প্রফেসর সৈয়দ জিল্লুর রহমান। সত্যিই আবেগে আপ্লুত হবার মত এক ঘটনার মধ্য দিয়ে ICUM শেষ হলো।